20-9-57

অভয়ের বিয়ে

শ্রী চি ত্র ম্-এ র নি বে দ ন • ন ন্দ ন রি লি জ

খগেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায়ের
প্রযোজনায়
শ্রীচিত্রমের নিবেদন

অভয়ের বিয়ে

পরিচালনা : সুকুমার দাশগুপ্ত।
সুরকার : রবীন চট্টোপাধ্যায়।

কাহিনী : ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। চিত্রনাট্য : মনি বর্মা। গীতিকার : প্রণব রায়। আলোকচিত্র : বিশু চক্রবর্ত্তী। শব্দ-গ্রহন : নৃপেন পাল। সঙ্গীত-গ্রহন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। বহির্দৃশ্যে : ভুপেন ঘোষ। আবহ-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা। সম্পাদনা : রবীন দাস। শিল্প নির্দ্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী। নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। দৃশ্যসজ্জা : অনিল পাইন। রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল। আলোকসম্পাত : জগন্নাথ ঘোষ। ব্যবস্থাপনা : সুকুমার রায়চৌধুরী। স্থিরচিত্র : শাংগ্রীলা। পরিচয় লিপি : দিগেন ষ্টুডিও।

• সহকারী •

পরিচালনা : নীতিশ রায়, বিমল শী। চিত্রগ্রহন : কে, এ, রেজা, নির্ম্মল মল্লিক। শব্দগ্রহন : শশাঙ্ক বসু, বলরাম বাড়ুই। ব্যবস্থাপনা : মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ও সুরেন। সুর সৃষ্টি : উমাপতি শীল। সম্পাদনা : অনিল সরকার, সুনীত সাহা। রূপসজ্জা : পঞ্চানন দাস, সরোজ মুন্সী। আলোকসম্পাত : রাম, শৈলেন, নব, হট, ধনেশ্বর, সুভাষ. সনৎ ও বাদল।

• ভূমিকায় •

উত্তম কুমার, বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী, প্রীতি মজুমদার, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রতাপ মুখার্জ্জী, ধীরাজ দাস, মৃদুল ব্যানার্জ্জী, শম্ভু ব্যানার্জ্জী, বিশু চক্রবর্ত্তী, রণজিৎ কুমার, শক্তিনাথ মুখোঃ, মঙ্গল ব্যানার্জ্জী, ভুবন দত্ত, পূর্ণ সরকার, মাঃ বাচ্চু, ও কালিকুমার।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রণতি ঘোষ, শোভা সেন, অপর্ণা দেবী।

রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীতে প্রস্ফুটিত।

প্রচার পরিচালনায় : অনুশীলন এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

• কৃতজ্ঞতা স্বীকার •

মেসার্স জে, বি, নর্টন এণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা। মেসার্স বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ, কলিকাতা। মেসার্স গ্লোব নার্শারী, কলিকাতা। শ্রীসীতারাম দাগা, কলিকাতা। শ্রীশ্যামলাল জালান, কলিকাতা। শ্রীপ্রাণলাল ভোরা, কলিকাতা।
শ্রীদেবব্রত ঘোষ, দমদম্। কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
মেসার্স ভেনাস্ ফিল্ম কর্পোরেশন, লক্ষ্ণৌ।

একমাত্র পরিবেশক : নন্দন পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৬/৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাহিনী

লেখাপড়ায় যারা ভালো ছেলে, দেখা যায়, সাংসারিক ব্যাপারে প্রায়ই তারা অপটু। এম্‌নি এক ভালোছেলেকে নিয়েই এই গল্প।

পিতৃহীন অভয় সত্যিকারের ভালো ছেলে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। সে ছিটের গলাবন্ধ কোট পরে, টেরি কাটে না, দাড়ি রাখে আররিসার্চ করে। বলতে গেলে অভয় আধুনিক যুগের এক আশ্চার্য ব্যতিক্রম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, তরুণ অভয়ের কোনো তরুণী-বন্ধু নেই। অবসর সময়ে সে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে তাস খেলে কাটায়।

এ হেন অভয় চোখে অন্ধকার দেখ্‌ল যেদিন তার একমাত্র বন্ধু—জ্যাঠামশাই বিনা নোটিশে চোখ বুজ্‌লেন। মরে যাওয়া ছাড়া জ্যাঠামশাই আরো একটা বিপদে ফেলে গেলেন অভয়কে। অন্তিম-সময়ে বলে গেলেন, তাঁর বন্ধু লক্ষ্ণৌ-এর কান্তিবাবুর মেয়ে মায়াকে বিয়ে করতে।

জ্যাঠামশাইয়ের হুকুম আর ভগবানের আদেশ অভয়ের কাছে দুই-ই সমান। অতএব, সে একদিন গেল কান্তিবাবুর বাড়ীতে। তাঁরা

তখন কল্‌কাতায় এসেছেন। কান্তিবাবু মায়ার সঙ্গে অভয়ের আলাপ করিয়ে দিলেন। বল্‌লেন, সোনার টুক্‌রো ছেলে! আলাপের প্রথম দিনেই 'ভালো ছেলে' অভয়ের কীর্ত্তি দেখে মায়া বুঝ্‌ল, সোনা বটে, কিন্তু জৌলুষ নেই! আর জৌলুষ না থাক্‌লে আধুনিকাদের চোখ ধাঁধে না। মায়ার চোখেও তাই রঙ লাগ্‌ল না গলাবন্ধ কোটপরা স-দাড়ি অভয়কে দেখে।

তবু, মজার জিনিস হিসেবে অভয়কে মন্দ লাগ্‌ল না মায়ার। কিন্তু জীবনে প্রথম নারীর সংস্রবে এসে অভয়ের হ'ল অনেক পরিবর্ত্তন। মায়ার চোখে নিজেকে তুলে ধরার জন্যে অভয় দাড়ি কামালে, ভালো বিলাতি স্যুট পরলে, অনেক টাকা দিয়ে কিন্‌লে বিরাট মোটর গাড়ী। এবং একদিন মুখ ফুটে বলেও ফেল্লে, সে মায়াকে বিয়ে করতে চায়।

মায়া হয়ত' রাজীই হয়ে যেত। কিন্তু গ্রহের ফের! সরল ছেলে অভয় জানালে, জ্যাঠামশাইয়ের আদেশ পালন করা তার কর্ত্তব্য।

মায়ার মনটা বেঁকে দাঁড়াল। ঘা লাগ্‌ল তা'র গর্বে। প্রেম নয়, ভালোবাসা নয়, অনুরাগ নয়, নিছক কর্ত্তব্যের খাতিরে বিয়ের প্রস্তাব! মায়া স্পষ্টই জানালে, না। মর্ম্মাহত হলেন কান্তিবাবু আর মায়ার পিসতুতো বোন সরমা। তীরে এসে তরী ডুব্‌লো অভয়ের।

মনের দুঃখে অভয় চলে গেল মাকে নিয়ে তীর্থে। আর প্রচণ্ড অভিমানের আগুনে মনে মনে পুড়তে লাগ্‌ল মায়া।

এদিকে ঘট্‌ল আরেক ঘটনা। অজয় নামে একটি কেতাদুরস্ত নবযুবক আসা-যাওয়া করত কান্তিবাবুর বাড়ীতে। মায়া সম্পর্কে সে আশা রাখ্‌ত। তারই পরামর্শে কান্তিবাবু জহির ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা ঢাল্‌লেন, যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়ে। কিন্তু কপালদোষে সে-কারবারও ডুব্‌তে বস্‌ল। সরমা পরামর্শ দিল, এ বিপদে অভয়ের সাহায্য নিতে। কান্তিবাবু বল্‌লেন, কোন মুখে আমি অভয়ের সাহায্য চাইব?

ইঙ্গিতটা মায়ার বুকে লাগ্‌ল। বাপকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্যে বিদেশে অভয়কে সে খবর দিল। কিন্তু অভিমানের বশে নিজেকে সে ফেল্‌ল আরেক বিপদের মুখে। দেউলে অজয়কে সে কথা দিলে, বিয়ে করবে। আশীর্ব্বাদের দিনও ঠিক হ'য়ে গেল। সরমা প্রমাদ গুনলে। অভয়ের সঙ্গে মায়ার বিয়ে হোক্, এই ছিল তার একমাত্র কামনা। মায়াকে বাঁচাবার জন্যে সে স্থির করলে, অজয়কে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু মায়া এবং সরমা দুজনকেই মুক্তি দিল অজয়। আশীর্ব্বাদের দিন জানা গেল, অজয় উধাও।

বাড়ীতে যেন বজ্রপাত! লজ্জায় কেঁদে ফেলে মায়া ঘরের কোনে মুখ লুকোলো। এদিকে খবর পেয়ে অভয় এসেছে কলকাতায়! শোধ করে দিয়েছে কান্তিবাবুর সমস্ত ঋণ! কিন্তু মায়ার আশীর্ব্বাদ কি হবে না?

সরমা বল্‌লে, আল্‌বাৎ হবে। হীরের আংটী কি বৃথাই কিনেছি? দেখা যাক, সেই হীরের আংটিটি শেষ পর্য্যন্ত কার বরাতে জোটে!

(১)

মনে মনে গাঁথা মালা
লুকায়ে যে রেখেছি
মন জানে আধো ঘুমে
কার ছবি দেখেছি ॥
মালতী শুধায় হেসে
ওগো অনুরাগিনী
রচিল কে প্রাণে তব
এই মায়া—চাঁদিনী
আমি বলি সে যে চাঁদ
আমি মধু যামিনী ।
বনের পাপিয়া বলে
বল' কিবা নীলা এ
মোর সাথে কারে ডাকো
সুরে সুর মিলায়ে
দিয়েছ কি তারি পায়ে
আপনারে বিলায়ে ।

(২)

কোন অচিন মধুকর
মোর মনের বীথিকায়
গান শুনিয়ে যায় ॥
(আমার) স্বপ্নে-ফোটা পারিজাতের
গন্ধ নিয়ে যায় ॥
এই ফুল ফাগুনের বেলা
বনে রং ছড়ানো খেলা
(যেন) কোন মায়াবী ইন্দ্রজালে
মন রাঙিয়ে যায় ।
(সে) কাজ ভোলানো গানে
প্রাণে কি যে আবেশ আনে
(যেন) প্রাণের মাঝে পুষ্পধনু
ঘুম ভাঙিয়ে যায় ॥

(৩)

বাঁশি বলে ওগো পাপিয়া
তোমারি সুরে সুরে ধরা দিনু সাধিয়া।
তাই ফাগুনেরি ভরা সাঁঝে গো
দুটি গোপন মনের কথা কি যেন আবেশে
একই সুরে আজি বাজে গো
সাঁঝের আকাশ বুঝি ওঠে তাই রাঙ্গিয়া।
হায় বকুল চাহে যাহা বলিতে
শুধু অলি জানে সে যে লুকায়ে রয়েছে
সুরভি হ'য়ে ফুল কলিতে
ফাগুন উঠিল তাই মাধুরীতে ভরিয়া॥

(৪)

দীপ নেভা রাতে
জাগার সাথী গো মম,
তুমি নাই সাথে।
ফাগুনে শ্রাবণ তাই
কাঁদে অভিমানে
মোর আঁখিপাতে।
আমারি হিয়ায়
কে যেন একা
শুধু চায় নিমেষেরি দেখা
কুড়ায়ে ঝরাণো ফুল
অতীতের যত ভুল
স্মৃতি মালা গাঁথে।
আমি যেন হায় কৃষ্ণাতিথি
তুমি চাঁদ হারানো অতিথি
আঁখির সমুখে নাই
তুমি মিশে আছ তাই
মোর বেদনাতে।

নন্দন পিকচার্স, ৬/৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।